Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Qualified Prescriber
Length of the interview/discussion: 37 min. 03 sec.
ID: IDI_AMR207_SLM_PQ_GovtDr_Ani_U_05 Dec 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	28	DVM, MS	Qualified prescriber	Qualified Practitioner (Veterinary Surgeon)	06 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা একটা বর্তমানে একাট গবেষনা করছি। যেখানে বোঝার চেষ্টা করছি যে, মানুষ এবং বাসাবাড়িসমুহে পশুপাখি যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা কি করে। পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়। এবং এই অসুস্থতার জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক নেয় কিনা। এবং আপনাদের এখান থেকে যে সার্ভিস সেবা দিয়ে থাকেন, সেটা একটু জানতে চাই যে, কিভাবে আপনারা ঔষধ, কি ধরনের ঔষধ দিয়ে থাকেন এবং চিকিৎসা বা সেবনের পরার্মশ দিয়ে থাকেন। তো আপনার থেকে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে সেটা শুধু গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে। এবং সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে আইসিডিডিআরবিতে সংরক্ষন করা হবে।

উত্তরদাতা:আচ্ছা।

প্রশ্নর্কতা:তো কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:এইতো ভালো। আপনি ভালো আছেন?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। ধন্যবাদ। আমরা এখন শুরু করবো তাহলে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ধন্যবাদ। সময়ের সাথে সাথে আপনি কি মনে করেন মানে এন্টিবায়োটিক ইউজটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বা হ্রাস পাচ্ছে?

উত্তরদাতা: বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন? একটু যদি খুলে বলেন বিস্তারিত।

উত্তরদাতা:আসলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য আমাদের কোন স্পেসিফিক নীতিমালা নেই। এরপর আপনার খামারীরা দেখা যাচ্ছে আপনার পোল্ট্রি ফার্মে তারা বোঝে না বোঝে, হয়তোবা যেখানে এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন নেই, সেখানেও তারা হয়তোবা অন্য কোন খামারী বা ডিলারদের পরামর্শে সরাসরি আমাদের কাছে না এসে তারা নিজেরাই করতেছে। যেটা মনে হয় ঠিক না।

প্রশ্নর্কতা:তারা নিজেরা সরাসরি করতেছে, এত কনফিডেন্স বা ইয়ে কিভাবে

উত্তরদাতা:এটা হচ্ছে ঐযে তারা একজন আরেকজনেরটা দেখে। এই ঔষধ খাওয়াচ্ছে। এটা খাওয়া হলে তার পাশের যে ফার্মে খাওয়াচ্ছে, সেটা ভালো হচ্ছে। কিংবা তারা অনেকগুলো এন্টিবায়োটিক একসাথে ইউজ করতেছে। তো কোনটা না কোনটা কাজ করতেছে। এজন্য তারা না বুঝে অনেক সময় এন্টিবায়োটিকটা বেশী ইউজ করতেছে।

প্রশ্নর্কতা কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনি সচরাচর বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন?

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে ডেইরিতে আমরা বিশেষ করে জেন্টামাইসিন, পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এরপর আপনার সেফালোস্পোরিন এখন ব্যবহার করা হয়। আর পোল্ট্রিতে সচরাচর আপনি এগুলোই আপনার অক্সিটেট্রা সাইক্লিন, জেন্টামাইসিন, এমোক্সিসিলিন মোটামুটি এগুলোই বেশী ইউজ হয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো বেশী ইউজ করার কারনটা কি?

উত্তরদাতা: বেশী ইউজ করার কারন হচ্ছে ডেইরিতে বিশেষ করে যে ডিজিজগুলো হয়, সেগুলো আপনার দেখা গেছে যে, গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়া কিংবা ভাইরাল যে ডিজিজগুলা আছে, এগুলার কারনে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো ইউজ করি। এগুলো ইউজ করার কারনে খামারিরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি রিকভারিটা পায়। সেজন্য আমরা এগুলি ইউজ করি।

প্রশ্নর্কতা:প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে, এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে আপনার কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ আপনি কোন সময় ফেস করেছেন যে, আপনি কি ধরনের এন্টিবায়োটিক দিবেন বা এটা কি দেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা। এই ধরনের কোন চ্যালেঞ্জ?

উত্তরদাতা:হ্যা। চ্যালেঞ্জটা আমরা গ্রহন করেছি যখন ধরেন আপনার প্রথমবার আমি কোন একটা এনিমেলকে চিকিৎসা দিলাম। তো ঐ খামারি যদি ফ্রিকোয়েন্টলি কোন ফ্রিকোয়েন্টলি যদি নিজের ইচ্ছায় কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি এন্টিবায়োটিক ইউজ করে থাকেন। কারন আমাদের কাছে তখনই আসেন যখন কোন খামারি তার চিকিৎসা করে, আগে প্রাথমিকভাবে সে চিকিৎসা করেন। করে যখন সে ব্যর্থ হয়, তখন সে আমাদের কাছে আসেন। তো দেখা যায় উনি ফ্রিকোয়েন্টলি কয়েকটা এন্টিবায়োটিক ইউজ করেছেন। তো পরবর্তীতে যখন আমাদের কাছে আসেন, দেখা যাচ্ছে যে, আমরা চিকিৎসা দয়োর পরে আর কাজ করতেছেনা। দেখা গেল যে, ঐটা হয়তোবা ঐ এনিমেলের রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই।

প্রশ্নর্কতা তো আপনি কিভাবে অনুধাবন করেন বা বোঝেন যে এটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে?

উত্তরদাতা:যখন আমি চিকিৎসাটা দিলাম, মনে করেন যে, আমি একটা ডিজিজের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক একটা চিকিৎসা দিলাম। আমি যদি এই এন্টিবায়োটিক দিই তাহলে সেটা কাজ করার কথা। দেখা গেল যে, না, সে আবার আসতেছে। আইসা বললো যে, স্যার, কোন কাজ তো হইলোনা। তখন আমি প্রাথমিকভাবে একটা ধারনা করতে পারি যে, হয়তোবা এখানে সে আগে ফ্রিকোয়েন্টলি এন্টিবায়োটিক ইউজ করার ফলে সেখানে সেটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মানে এন্টিবায়োটিক কত মাত্রা বা ডোজ কতদিন খেতে হবে, এই বিষয়ে বলেন? কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমরা যখন একটা এন্টিবায়োটিক দিই তখন একটা এন্টিবায়োটিক তার যতদিন প্রয়োজন আমরা ঐভাবেই তার ফ্রিকোয়েন্সিটা করে এতদিন, বলে দিই যে, এই এন্টিবায়োটিক এতদিন, এই এন্টিবায়োটিক এতদিন। ঐভাবে আমরা নির্ধারন করে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আর সাইড এফেক্ট নিয়ে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:সাইড এফেক্ট নিয়ে আসলে তেমন কিছু বলা হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আর রেজিস্ট্যান্স বিষয়ক কথাবার্তা বলেন?

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স বিষয়ক আসলে ঐরকম বলা হয়না। তবে রেজিস্ট্যান্স, আমাদের কাছে যারা আসে মেইনলি। আমরা খুব, কারন হচ্ছে আপনি চিন্তা করেন, আমাদের সদর উপজেলায় একজন মাত্র ডাক্তার। তো এখান থেকে তার বাড়িটা বিশ কিলোমিটার দুরে। সে আগে নিজে চিকিৎসা করে। চেষ্টা করে যে আগে দেখে যে, তার আশেপাশে কেউ আছে কিনা। তারা কোয়াকের কাছে যায়। তো কোয়াক বুঝে না বুঝে সে হয়তোবা ফ্রিকোয়েন্ট এন্টিবায়োটিক ইউজ করে। যখন সেটা ভালো হয়না তখনই সে আমাদের কাছে আসে। ৫:০০

প্রশ্নর্কতা:লাষ্ট স্টেজে

উত্তরদাতা:একদম লাষ্টে সে আমাদের কাছে আসে। তো ঐখানে আসলে তেমন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্টের বলার কিছু থাকেনা আমাদের। এটা আমার চিন্তাভাবনা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক সাধারনত সচরাচর বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার ভেরি করে। এরমধ্যে আপনার

প্রশ্নর্কতা:বিশেষ করে আমরা যদি একটু জানতে চাই যে, ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন বা থার্ড জেনেরেশন। এভাবে একটু যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলেন। যে ফার্স্ট জেনেরেশন এর এটা, সেকেন্ড জেনেরেশন এর

উত্তরদাতা:ফার্স্ট জেনেরেশন যদি বলি, তাহলে আপনার অক্সি টেট্রাসাইক্লিন, আর এরপর আপনার সেকেন্ড জেনেরেশন যদি বলি তাহলে আপনার সেকেন্ড জেনেরেশন আমি আসলে এখন ভুলে গেছি। থার্ড জেনেরেশন যেটা সেটা হচ্ছে সেফালোস্পোরিন আমরা এখন ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা সচরাচর বেশী করেন। যে কয়েকটা গ্রুপ বললেন। এছাড়া আর কোন গ্রুপের জেনেরেশন ইউজ হয়? বিশেষ করে

উত্তরদাতা:হ্যা। আমরা অনেক ধরনের জেনেরেশন এন্টিবায়োটিক ইউজ করি। এছাড়া ডক্সিসাইক্লিন ইউজ করি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা আমি তো ভুলে গেছি।

প্রশ্নর্কতা: ডক্সিসাইক্লিন।

উত্তরদাতা:তারপর আপনার এমোক্সিসিলিন ইউজ করে থাকি। এরপর ক্লোরোফেনিক ইউজ করে থাকি।

প্রশ্নর্কতা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে, আপনি যে সচরাচর যেগুলা এন্টিবায়োটিকগুলা ইউজ করে থাকেন, বিশেষ করে ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন কয়েকটা অলরেডি বলছিলেন। এবং আর কোন কিছু আছে কিনা। যে ফার্স্ট সেকেন্ড বা থার্ড জেনেরেশন। যেগুলা বলছেন এগুলি ছাড়া

উত্তরদাতা:এছাড়া আমরা আপনার যেটা বলতেছিলাম আমরা ডক্সিসাইক্লিন ইউজ করে থাকি। টাইলোসিনটা ইউজ করে থাকি। এছাড়া আগে যেগুলি বললাম জেন্টামাইসিন, বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক আমরা ব্যবহার করে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন জেনেরেশনের এন্টিবায়োটিকটা সচরাচর বেশী ইউজ হয়? ফার্স্ট সেকেন্ড

উত্তরদাতা:এখন এটাতো আসলে ভেরি করে বিভিন্ন ডিজিজের উপরে। থার্ড জেনেরেশনের ভিতরে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আপনার সেফালোস্পোরিন যে গ্রুপটা আছে, সেটা আমরা ইউজ করে থাকি। এছাড়া আর একটা গ্রুপ আছে। সেটা হচ্ছে আপনার লিবোফ্লক্সিন যেটা আছে। লিবোফ্লক্সিন এখন চলে আসছে আমাদের ইয়েতে। ভেটেরিনারি ডিভিশনে চলে আসছে। আমরা এটাও ইউজ করে থাকি। এটা হচ্ছে থার্ড জেনেরেশনের এন্টিবায়োটিক। এগুলো এখন আমরা ইউজ করতেছি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন নির্দিষ্ট গবাদি পশু বা বার্ডের জন্য আপনি কি এন্টিবায়োটিক দিবেন কি দিবেন না এইযে একটা ডিসিশান নেওয়ার বিষয়। এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:যখন আমি দেখি যে, না, কোন ইনফেকশাস ডিজিজ সেখানে আমি ডায়াগনসিস করি, ধরেন কোন স্পেসিফিক ডায়াগনসিস যখন আমি করতে পারি। ধরেন এটা একটা ডিজিজ, যেমন ব্ল্যাক কোয়ার্টার যদি হয়, সেখানে আমি চিন্তা করি যে, যেহেতু ব্ল্যাক কোয়ার্টার হয় একটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে। সেক্ষেত্রে আমি সহজে এটা পেনিসিলিন চুজ করি। আবার যদি এরকম ডিজিজ আমি ডায়াগনসিস করি যেটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে আমি চেষ্টা করি যে, জেন্টামাইসিন বা এই ধরনের যে স্পেসিফিক ড্রাগগুলি আছে, যেগুলি গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভ ব্যাক্টেরিয়ার উপর কাজ করে ঐগুলা আমি ইউজ করি। চেষ্টা করি ইউজ করার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক এর যে দাম বা বাজারমুল্য এটা সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে?

উত্তরদাতা:কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক আছে যেমন থার্ড জেনেরেশনের যে এন্টিবায়োটিকগুলো, এগুলো খুব কস্টলি। আর প্রাথমিক ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন যেগুলো আছে, এগুলো মোটামুটি জনগনের ক্রয় সীমার মধ্যে আছে।

প্রশ্নর্কতা:মধ্যে আছে। মানে একজন ক্রেতা বা ভোক্তা যে পরিমান টাকা এন্টিবায়োটিক কেনার পিছনে ব্যায় করতেছে, সে কি সে পরিমান বেনিফিট বা লাভ পায়? আপনার কি মনে হয়? মানে একটা ডিজিজের জন্য নিল। সে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব

উত্তরদাতা:লাভ আপনার এটা এরকম বলা যায়না। কারন হচ্ছে যখন একটা ডিজিজ থেকে সে কিউর পায়, যেমন লাইফস্টকে যদি বলি একটা গরু তো মোটামুটি যেগুলি ক্রসবিড গাভী আছে, অনেক দাম। সেখানে খামারিরা টাকার কথা চিন্তা করেনা। দেখা যাচ্ছে যে, একটা গাভী থেকে সে দিনে বিশ কেজিও দুধ পাচ্ছে। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে তার গাভীটা যদি কোন রোগে আক্রান্ত হয়, তো সেখান থেকে সে চেষ্টা করে যে, সে কিভাবে অতি দ্রুত এই রোগটা থেকে মুক্তি পাবে এবং সে আবার আগের মতো দুধ দিতে শুরু করবে। তো সেজন্য আসলে খামারিরা এক্ষেত্রে টাকার কথা চিন্তা করেনা। চিন্তা করে যে, তার কিউরিটি, তার

প্রশ্নর্কতা:তাড়াতাড়ি

উত্তরদাতা:তার পশুটা কিভাবে তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে, এটা চিন্তা করে। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:লোকজন সাধারনত কিভাবে মানে এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে, তারা কি কোন সময় বলে যে, মানে এন্টিবায়োটিকটা ফুল কোর্স দেওয়ার জন্য বা অল্প করে দেওয়ার জন্য, এরকম কোন সময় অনুরোধ করে। বা সরাসরি এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতে বলে?

উত্তরদাতা:সরাসরি এন্টিবায়োটিক এর কথা বলে। যেমন, আমরা যখন জিজ্ঞেস করি যে, না, কোন পেশেন্ট আসার পরে যখন জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কোন ঔষধ খাওয়ায়ছেন কিনা। তো আমাদের বাংলাদেশের সিস্টেম তো অতো ডেভেলপ করে নাই। তখন দেখা গেছে যে, সে হয়তো আমাকে বলবে যে, আগে রেনামাইসিন, রেনামাইসিন মিন্স অক্সিটেট্রাসাইক্লিন সে অলরেডি খাওয়ায় আসছে। তখন আল্টিমেটলি আমাকে তার চেয়ে আর একটু ভালো এন্টিবায়োটিক মানে আমাদের চয়েস করতে হয়। মানে সে তার বাড়ির আশেপাশে কিন্তু আমার কাছে আসার আগে কিন্তুএন্টিবায়োটিক সে পাচ্ছে এবং এগুলো খাওয়ানোর পরে কিন্তু সে আমার কাছে আসতেছে।

প্রশ্নর্কতা:যখন আপনি কোন প্রেসক্রিপশনের মধ্যে অন্য ঔষধের চেয়ে মানে সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটি কে বেশী প্রাধান্য দেন? প্রেসক্রাইব যখন করেন তখন জেনারেল মেডিসিনের চেয়ে এন্টিবায়োটিক একটু বেশী প্রাইওরিটি দেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। একটু প্রাইওরিটি দেওয়া হয়। কারন হচ্ছে কি রকম প্রাইওরিটি দেওয়া হয়, ধরেন আমি পাঁচটা এন্টিবায়োটিক লিখলাম, কথার কথা। চারটা ঔষধ লিখলাম। দেখা গেছে আমি এন্টিবায়োটিকটা আগে লিখতেছি। ফার্স্ট আমি এন্টিবায়োটিক লিখতেছি। তো আমি মানে যদিও প্রেসক্রিপশনের ধারনাটা এরকম থাকা উচিত না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি এই কারনে যে, আমি আগে চেষ্টা করতেছি যে, না, এই রোগে আক্রান্ত। তাহলে আমি যদি এই এন্টিবায়োটিকটা দিই, তাহলে সে হয়তো তাড়াতাড়ি কিউর পাবে। আমি আগে ড্রাগ চয়েস করার সময় দেখা গেল এন্টিবায়োটিক আগে করতেছি। পরে সার্পোটিভ ড্রাগগুলো পরে লিখতেছি।

প্রশ্নর্কতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এটা

উত্তরদাতা:হ্যা। এভাবে যদি বলেন তাহলে আমি বলবো যে, আমি প্রাধান্য দিচ্ছি কোন না কোনভাবে।

প্রশ্নর্কতা:যদি এমনে জেনারেল মেডিসিনের সাথে আমরা একটু চিন্তা করি এন্টিবায়োটিক এর কোন ডিফারেন্স আছে কিনা। যেকোনভাবে হতে পারে। প্রাইস বা ফাংশন বা একটু যদি ডিটেইলস বলেন, দুইটার ডিফারেন্সটা কি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর সাথে তো অবশ্যই জেনারেল মেডিসিনের কিছু ডিফারেন্স আছে। জেনারেল মেডিসিনের সাথে এন্টিবায়োটিক এর মুল যে ডিফারেন্সটা আছে, সেটা মনে করেন এন্টিবায়োটিকগুলোর আসলে মানুষের আল্টিমেটলি লাইফস্টক যে প্রোডাক্টগুলো আছে, এগুলো তো আল্টিমেটলি হিউম্যানের কাছে আসে। হিউম্যান কনজাম্পশন এর জন্যই আমরা ইউজ করে থাকি। তো এগুলোর কিছু কিছু উই পিরিয়ড থাকে, না, এতদিন পর্যন্ত ঐ এন্টিবায়োটিকটা ঐ এনিমেলের শরীরে থেকে যায়। তো ঐখান থেকে আমরা যদি মাংস,দুধ, ডিম যেটাই হিউম্যান কনজাম্পশনে আসে, তো সেটা কিন্তু আল্টিমেটলি হিউম্যানের উপর চলে আসে। এবং এগুলি যদি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সে খায় মানে কোন হিউম্যান এক্সপোজার হতে থাকে, তাহলে কিন্তু ঐ এন্টিবায়োটিকটা তার শরীরে কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। হিউম্যানও রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। তো এটা। আর নরমাল যে ঔষধগুলো আছে, হারবাল বলেন আর আপনার কেমিক্যালই বলেন, এগুলো মানুষেল শরীরে আসে। কোন না কোনভাবে কিন্তু আমার মনে হয় যে এতটা ক্ষতিকর হয়না। রেজিস্ট্যান্ট হওয়ার কথা না। আর এন্টিবায়োটিকগুলো আপনার এন্টিবায়োটিকগুলো

প্রশ্নর্কতা:আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে পার্থক্য। আপনি বলতেছিলেন যে, মানুষের শরীরে এটা আবার চলে আসে।

উত্তরদাতা:চলে আসতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:চলে আসতে পারে। এমনি কোন ইন জেনেরাল এই দুইটার মধ্যে কোন ডিফারেন্সের কথা চিন্তা করি। আর কি ধরনের পার্থক্য আছে?

উত্তরদাতা:এছাড়া ধরেন আপনার এন্টিবায়োটিক ইউজ করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, একটা জায়গায় এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্টের একটা ব্যাপার আছে। এমনে তো নরমাল যে কেমিক্যাল বা ঔষধগুলি ইউজ করি, এখানে হয়তোবা আমাদের অতোটা ইয়ের দরকার হয়না। আপনার রেজিস্ট্যান্ট চিন্তা করার দরকার হয়না। এটা একটা পার্থক্য হতে পারে। আবার কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক দেখা গেল, না, একটা নির্দিষ্ট টেম্পেরেচারে রাখতে হয়। আপনার নরমাল ঔষধের ক্ষেত্রে আপনার ঐরকম লাগেনা। আরো যদি পার্থক্য বলতে চাই, সেক্ষেত্রে যেমন আপনার এন্টিবায়োটিক যেগুলো আছে, এগুলো আমাদের বিশেষ সতর্কতার সাথে ইউজ করতে হয়। যেমন, সতর্কতা বলতে ড্রাগ, স্পেসিফিক ডায়াগনসিস এর পরে আমরা স্পেসিফিক এন্টিবায়োটিক ইউজ করে থাকি। নরমার যে নরমাল যে আদার ড্রাগগুলো আছে, হয়তোবা আমরা সাপ্লিমেন্ট ইসু ইউজ করি। এক্ষেত্রে হয়তোবা আমাদের অতোটা স্পেসিফিক না হলেও চলে। আর যেটা বললাম থার্ড জেনেরেশেনের এন্টিবায়োটিকগুলো হয়তোবা একটু কস্টলি। আর নরমাল যে ঔষধগুলি, ঐগুলিও কস্টলি। বাট একটু মনে হয় কম আরকি।

প্রশ্নর্কতা:কম্পেরেটিভলি

উত্তরদাতা:তো মোটামুটি এগুলিই আপাতত মাথায় আসতেছে।

প্রশ্নর্কতা:অনেক সুন্দর। আচ্ছা। লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে চেয়ে থাকে মানে কোন সময় আসলো, বললো যে আমাকে এই এন্টিবায়োটিকটা আপনি দেন বা এভাবে বলে?

উত্তরদাতা:এটা তো আমি আপনাকে আগেই বলছি যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা আগে মানে কমপ্লিট করার পরে আমাদের কাছে আসে। এসে বলে, আমরা যখন জিজ্ঞেস করি, আপনি কোন ঔষধ খাওয়ায়ছেন কিনা। তখন বলতেছে, আমরা এগুলো করাইছি বা এই ঔষধগুলো খাওয়াইছি। তো প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করার পরে এন্টিবায়োটিক করার পরে আমাদের কাছে আসে। ১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তখন সেক্ষেত্রে আপনারা কি করেন? মানে তখন কি আবার

উত্তরদাতা:তখন আমরা চেষ্টা করি যে, সে যে এন্টিবায়োটিকগুলো ইউজ করছে, এতে যদি কিউর না হয়, তাকে আমরা চেষ্টা করি যে, তার চেয়ে আরো শক্তিশালী যে এন্টিবায়োটিকগুলো আছে, তারচেয়ে সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন অনেকগুলো আছে।ছ এগুলো আমরা উনাকে প্রেসক্রাইব করার জন্য বলে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ঝুঁকি সর্ম্পকিত বিষয়সমুহ নিয়ে। তো কাইন্ডলি যদি একটু বলেন যে, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে একটু আগে আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে আসলে আমরা মানে যদি একটু ডিটেইলস বলেন যদি আমরা ডেফিনেশনটা জানার চেষ্টা করি

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ধরেন আপনি একটা এন্টিবায়োটিক ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করতেছেন। কিংবা কোন খামারি যখন আমি এখন যেটা বললাম, হয়তো তার বাড়ি অনেক দূরে। সে দেখা গেল যে, না, প্রাথমিক চিকিৎসা সে ঐখানে করে আসছে। তো দেখা গেল যারা প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারা বুঝে না বুঝে বিভিন্ন ধরনের কম্বাইন্ড এন্টিবায়োটিক তারা ইউজ করে থাকেন। এবং ডোজগুলো হয়তোবা কমপ্লিটলি তারা করেনা। দেখা যাচ্ছে একদিনের একটা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, অন্যদিন দেখা গেল ভালো হচ্ছেনা। আরেকটা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন। তো এর ফলে যে জিনিসটা হয়, সেখানে একটা এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট এর মতো অবস্থার মতো সৃষ্টি হয়। এর ফলে আপনি যখন একে কমপ্লিট চিকিৎসা দিবেন ভালো একটা স্পেসিফিক এন্টিবায়োটিক দিয়ে। যেহেতু তার এন্টিবায়োটিকটা আগেই ইউজ করা আছে। এবং দেখা গেল যে, সে একদিন একটা ইউজ করছে, আরেকদিন আরেকটা ইউজ করছে। যে এন্টিবায়োটিক এর যে মুড অফ একশন যেটা আছে, আপনি দেওয়ার পরেও এন্টিবায়োটিকটা ঠিকমতো কাজ করছেনা। এবং আপনার ডিজিজটা সর্ম্পূন কিউর হচ্ছেনা। তো আমার মনে হয় যে, এটাকেই মোটামুটি রেজিস্ট্যান্স হিসাবে ধরা যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি কারনে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আপনার হয়তোবা ফ্রিকোয়েন্টলি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক আমরা ইউজ করতেছি। আর ডোজটা হয়তোবা ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছেনা। এরপর আপনার হয়তোবা ডিউরেশনটা ঠিক হচ্ছেনা। ডিউরেশনটা। তো মোটামুটি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে, ফ্রিকোয়েন্টলি এভেইলএবল অফ এন্টিবায়োটিক এবং প্রপার নলেজ যদি না থাকে এন্টিবায়োটিক ইউজের ব্যাপারে। এ সকল কারনে আমার মনে হয় এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে দিনদনি। আর একটা জিনিস হতে পারে যে, এন্টিবায়োটিক এর দামও এখন মোটামুটি হাতের নাগালে। তো সেক্ষেত্রে যে কেউ ইচ্ছা করলে এন্টিবায়োটিক কিনতে পারতেছে। এবং এসব ক্ষেত্রেও হতে পারে মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আমরা যেটা বলতেছিলাম যে, এইযে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটা বন্ধ করার জন্য কি করতে পারি?

উত্তরদাতা:আমরা যে জিনিসটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এন্টিবায়োটিকগুলো ব্যবহার যদি নিয়ন্ত্রনে আনতে পারি যেমন আপনার হয়তোবা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া, রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া যদি এন্টিবায়োটিক ইউজ না হয় এবং

এগুলোর এন্টিবায়োটিক ইউজের জন্য যদি যথাযথ আইনের ব্যবস্থা করা হয় কিংবা এইযে সহজে এন্টিবায়োটিকগুলো পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামে মুদিও দোকানেও এন্টিবায়োটিক পাওয়া যাচ্ছে। স্পেসিফিক যারা প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত, তারা যদি মেডিসিনগুলো বিক্রি করে তাহলে এবং এগুলো যদি বিভিন্ন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে, এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার কিছুটা কমে আসবে।

প্রশ্নর্কতা:কমে আসবে। সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযাযী এন্টিবায়োটিক সেবনের কোন চ্যালেঞ্জ কি আছে যেমন, এন্টিবায়োটিক এডিয়ারেন্স যেটা বলে এবং কমপ্লায়েন্স। যে সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের কি কি চ্যালেঞ্জ আছে, একটু যদি খুলে বলেন। যেমন আপনি একটা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন। সে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে, ইয়ে আছে। এটা খায়তে গিয়ে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে কিনা? খামারিরা বা ইয়েরা? আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে মানে সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের চ্যালেঞ্জগুলা কি কি হতে পারে? যে আপনারা যে একটা এন্টিবায়োটিক খাওয়ার যে প্রসিডিউর বা ইয়েগুলো দিচ্ছেন, টাইমিং, সেটা কেউ মেইনটেইন করতে গিয়ে মানে একজন খামারি কি কি সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ফেস করতে পারে?

উত্তরদাতা:যদি আমরা তো ধরেন আপনার ইনজেক্টএবল কিংবা ওরালি এন্টিবায়োটিক নরমালি ইউজ করে থাকি। আইভিও আমরা মাঝে মাঝে দিই। তো আমাদের লাইফস্টকে যে চ্যালেঞ্জটা সম্মুখীন হয়, দেখা গেল যদি আপনার আইভি দিতে হয়, তাহলে আইভি দিতে পারে ----- এরকম টেকিনিশিয়ানের অভাব হতে পারে। -----১৯:২৮ । আর হচ্ছে যদি আমরা থার্ড জেনেরেশনের এন্টিবায়োটিক ইউজ করি, এগুলা হয়তোবা সব জায়গায় এভেইলএবল না। দেখা গেল যে, সে যে জায়গা থেকে আসছে, হয়তোবা তার ঐ জায়গাতে এন্টিবায়োটিকগুলা পাওয়া যাচ্ছেনা। এটা একটা হতে পারে। আর একটা হচ্ছে যে, এই এন্টিবায়োটিকগুলো তো একটু দামী। সব খামারির ক্ষেত্রে এটা কেনাও সম্ভব হয়না। দেখা গেল আমি পাঁচদিনের ডোজ দিলাম, সে দুইদিন খাওয়ালো। পরে আর দুইদিন, তিনদিন কন্টিনিউ করলোনা। তো এটা হতে পারে। মোটামুটি এই জিনিসগুলি হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:এখন আমরা একটু নীতিমালা সর্ম্পকিত বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে সাধারন ঔষধ, বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ঔষধ পর্যবেক্ষন করে এমন কোন পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা সর্ম্পকে আপনি কি জানেন? যে এন্টিবায়োটিক ইউজটা তারা তদারকি করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমাদের এখন তো ফুড সিকিউরিটি অথোরিটি কাজ করতেছে। এরপর আপনার ড্রাগ রিগুলেটরি অথোরিটি আছে। এগুলো মোটামুটি তারা মনে হয় কাজ করতেছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে।

প্রশ্নর্কতা:তো এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারী নীতিমালা সর্ম্পকে কি আপনি জানেন? যে গভমেন্ট কোন নীতিমালা আছে কিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। নীতিমালা জানি। তবে পুরোপুরি আসলে আমি ক্লিয়ার না। নীতিমালা আছে, সেটা জানি। তো জিনসগুলো সম্বন্ধে আমরা হয়তোবা ঐরকম প্রশিক্ষন বা ঐরকম স্পেসিফিক নীতিমালা আমাদের কাছে আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরন বিধি কি প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই

প্রশ্নর্কতা:কেন প্রয়োজন আছে একটু যদি ডিটেইলস খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:দেখেন আসলে ধরেন এখন আমরা থার্ড জেনেরেশন, ফোর্থ জেনেরেশন এন্টিবায়োটিক ইউজ করতেছি। তো এগুলো এক সময় আমরা ব্যবহারের পরে কিন্তু আর কোন এন্টিবায়োটিক থাকবেনা। যেগুলো হয়তো এনিমেল কিংবা মানুষের শরীরে কাজ করবেনা। তো এগুলো যদি আমরা এখনই নিয়ন্ত্রন করতে পারি, তো আশা করা যায় যে, হয়তোবা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা থাকবে কিংবা লাইফস্টকের কথা যদি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আপনার পুরোপুরি একটা এনিমেলকে চিকিৎসা, সুস্থ করার জন্য আমাদের

এই এন্টিবায়োটিকগুলো প্রয়োজন হবে। যেগুলো যদি আমরা নিয়ন্ত্রন করতে না পানি দেখা গেল একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আর কোন এন্টিবায়োটিক কাজ করবেনা। তো আমার মনে হয় যে, এই জিনিসটা বিবেচনা করে আমাদের এগুলো নিয়ন্ত্রনে আনার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন যে, কিছু সেবাদানকারী কোয়াক ডাক্তার বা যে কেউ হতে পারে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেটা তো আমি আপনাকে আগেই বলতেছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আগেই বলতেছিলেন। কেন আপনার কাছে সেটা মনে হয় যে, উনারা কেন এই কাজটা করতেছে?

উত্তরদাতা:উনারা করতেছে যেমন অনেকে হয়তোবা এই জিনিসটাকেই পেশা হিসেবে গ্রহন করছে। তো দেখা যাচ্ছে এন্টিবায়োটিক কি করে না করে, এগুলো তার ঐরকম কোন আইডিয়া নাই। তারা দেখতেছে যে, একটা ডিজিজ হচ্ছে, এটা মনে করেন আমার লাইফস্টকে যদি বলি প্রানী সর্ম্পকে ধরেন কোন একটা এনিমেলের ব্ল্যাক কোয়ার্টার হয়ছে। তো সে দেখছে যে, এই ঔষধটা দিলে কাজ হয়। কিংবা এটা গ্যাংগ্রিন হয়ছে, এই ঔষধটা দিলে হয়তোবা কিছু কাজ হয়। সে এটা কি এন্টিবায়োটিক নাকি ভিটামিন, সে হয়তোবা এটাও জানেনা। সে কি করতেছে, সে তার একটা জিনিস সে দেখছে, বুঝছে যে, এটা দিলে কাজ হয়। তো সে বুঝে না বুঝে কিন্তু ঐ ধরনের ঔষধগুলো ইউজ করতেছে। এর ফলে সে ফ্রিকোয়েন্টলি এন্টিবায়োটিক এর মতো জিনিসগুলো তারা সহজেই ইউজ করতেছে। আর যে জিনিসগুলো আছে, সহজে পাওয়া যায়। দাম কম। এই জিনিসগুলো আছে। যেসব কারনে অনেক সময় তারা জিনিগুলো করে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন রোগীর লাভের চেয়ে মানে সরবরাহকারী, যিনি মেডিসিনটা দিচ্ছেন, তার আর্থিক মানে লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে? যিনি মানে বাইরে আউট সাইডে বিশেষ করে স্পেশালি ড্রাগশপে আমরা যদি বলি।

উত্তরদাতা:না। রোগী, না, আপনার কথা ঠিক আছে। ব্যাক্তিগত লাভ তো কিছু থাকেই। এরপর আপনার স্পেসিফিক যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে তো আপনার এন্টিবায়োটিক জিনিসটা এরকমই। অনেক সময় এন্টিবায়োটিক রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে ইউজ না করলে তো রোগীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নর্কতা:অনেক সময় নিজের ফিন্যান্সিয়াল বেনিফিটের জন্য ড্রাগশপ যাদের

উত্তরদাতা:হ্যা, ফিন্যান্সিয়াল বেনিফিটের, ড্রাগশপ তারা হয়তো দেখা গেছে যে, হতে পারে এরকম যে তারা বেশী এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে। যেখানে একটা দিলে কাজ হচ্ছে, সেখানে তারা দুইটা তিনটা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে। আপনার জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে দিয়ে দিচ্ছে। এরকম হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি কি কনজিউমার রাইটস, ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। মোটামুটি জানি।

প্রশ্নর্কতা:একটু যদি খুলে বলেন। মানে কনজিউমার রাইটস বলতে কি বুঝি আমরা?

উত্তরদাতা:কনজিউমার রাইটস বলতে আমরা সেটাই বুঝি, ধরেন আমরা একজন ফার্মার একটা সবজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট যেগুলো তৈরী করতেছে, এগুলো আমরা যারা ভোক্তা আছে তাদেরকে আমরা নিরাপদ খাদ্যটা দিতে পারছি কিনা। আমি খামার থেকে ডিম, মাংস, দুধ উৎপাদন করতেছি। এগুলোর মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের অনেক সময় আমরা আপনি যেটা বলতেছেন যে, এন্টিবায়োটিক সহ বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট আমরা ইউজ করে থাকে। কিংবা শাকসবজিতে আমরা বিভিন্ন টাইপের কীটনাশক ইউজ করে থাকি। তো এগুলো যখন ব্যাক্তিগত ভোক্তা পর্যায়ে আসবে, সবজির ক্ষেত্রে আমরা তাকে কিংবা ফলমুলের ক্ষেত্রে

আমরা বিভিন্ন ধরনের ফরমালিন, বিভিন্ন ধরনের বাংলাদেশে ইউজ হয়। এগুলো যখন একজন ভোক্তা পর্যায়ে যাবে, সেগুলা আমরা নিরাপদভাবে একজন ভোক্তাকে দিতে পারছি কিনা, এটা নিরাপদ খাদ্য, এটা একজন ভোক্তার অধিকার। তো সেটা আমরা দিতে পারতেছি কিনা। আমার মনে হয় যে, এটা একটা ইয়া হতে পারে যে, ভোক্তার যে অধিকারটা নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে, তো এটা হতে পারে তার জন্য ভোক্তার অধিকার। ২৫:০০

প্রশ্নর্কতা:একটা প্রেসক্রিপশনে যে এন্টিবায়োটিক লেখা হয়, একটা এন্টিবায়োটিক এর যথাযথ ব্যবহার, পরামর্শটা লেখা, তার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? একটা প্রেসক্রিপশনে তো আপনি লেখার সাধারনত, ইন ডিটেইলস লেখার ট্রাই করেন। এই ইন ডিটেইলস আরেকটু যদি বিস্তারিত লেখা মানে যায় মানে ভবিষ্যতে কি কাজ করলে এন্টিবায়োটিক বিষয়ে, প্রেসক্রিপশনটা আরো বেশী সমৃদ্ধ হবে, আরো ভালো হবে। কি এড করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:আপনার আমরা তো মোটামুটি আপনার ডোজ, ডিউরেশন, সবই উল্লেখ করে দিই। কিংবা আপনার রুট, কোন রুটে এটা এডমিনিষ্ট্রেশন করবে, তো মোটামুটি সবগুলি উল্লেখ করে দিই। তো এই মুর্হুতে আমি এটা কি করতে হবে, ঠিক বুঝতে পারছিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে আরো কিছু এডিশনাল পয়েন্ট বা বিষয় যদি এন্টিবায়োটিক রিলেভেন্ট এড করা যায় প্রেসক্রিপশনে, এজন্য কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা। যেমন, একটা জিনিস ইয়ে করা যেতে পারে। ধরেন আমি এখন হয়তোবা কোন খামারে আমি একটা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছি। সে গাভীটা তো দুধ দিচ্ছে। আমি এখানে তার শরীরে কয়দিন এন্টিবায়োটিক থাকবে, তার এন্টিবায়োটিক রেসিডিউটা কয়দিন থাকবে, এটা হয়তো আমি উল্লেখ করে দিইনা। এই জিনিসটা নতুন করে এড করা যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:ফাইন। আর কিছু?

উত্তরদাতা:আর আপনার

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক এর প্রভাবটা যে কতদিন থাকবে, তাহলে আর যিনি এই দুধটা নিচ্ছেন, বা এই

উত্তরদাতা:খামারিদের কাছে হয়তোবা আমরা ঐ কয়দিন বিক্রি করবোনা। দুধগুলো আমরা হয়তোবা ডেস্ট্রয় করে দিবো বা নিজেরাও কনজিউম করবোনা। এই জিনিসগুলো আসতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন যে ড্রাগ কোম্পানি বা ঔষধ কোম্পানিগুলা রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে প্রভাবিত করতে পারে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক সময় তারা করে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে করে?একটু যদি খুলে বলেন? কিভাবে করে?

উত্তরদাতা:দেখা গেল যেমন আমি আপনাকে আমাদের লাইফস্ট সেক্টরের কথা বলি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানিগুলো তাদের যে লোকাল প্রতিনিধি আছে, তাদের সাহায্য নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার করে কোয়াকদের নিয়ে বিভিন্ন কনফারেন্স করে। সেখানে দেখা যায় তাদেরকে কিছু কাগজ কলম বা এরকম দিয়ে কিছু প্রোডাক্টের তারা প্রচার করে থাকে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক সহ বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের ----২৭:৩৭ উৎসাহিত করে। তো যখণ তাদেরকে উৎসাহিত করে, যারা এরকম কল যারা আছেন, মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন, তারা তো এসব বিষয়ে আপনার অবহিত নয়। তখন তারা ফ্রিকোয়েন্টলি অনেক সময় এন্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা:লোকজন সাধারনত এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য আপনাদের এখানে আসতে বেশী পছন্দ করে, সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে নাকি বাইর থেকে, ঔষধের দোকান থেকে তারা নিতে পছন্দ করে? এন্টিবায়োটিকটা।

উত্তরদাতা:এটা ভেরি করে যেমন যারা সচেতন শিক্ষিত খামারি যারা আছেন, তারা আমাদের কাছে আসেন। এবং বিস্তারিত বিভিন্ন ডিজিজ সবকিছু আমাদের সাথে কনসাল্ট করার পরে হয়তোবা একটা এন্টিবায়োটিক ইউজ করে দেখেন। কিন্তু যারা আপনার অশিক্ষিত খামারি যারা আছেন, যারা অতোটা সচেতন না, তারা নিজেদের সর্ম্পকে। তারা অনেক সময় আমাদের কাছে আসেন না। দেখা গেল কোন আপনার মেডিসিন দোকান থেকে তাদের সমস্যার কথা বলেন। আর তারা সমস্যার কথা বলার পরে তারা দেখা যাচ্ছে যে, কেমিষ্ট যারা আছেন, তারা হয়তোবা তাদের ইচ্ছামতো এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন। এটা ভেরি করে।

প্রশ্নর্কতা:আপনাদের এখান থেকে কয় ধরনের এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয় সরকারিভাবে?

উত্তরদাতা:এটা আমার জন্য একটু বলা কঠিন।

প্রশ্নর্কতা:কতগুলা আইটেম হতে পারে? এপ্রোক্সিমিটলি

উত্তরদাতা:আপনার পাঁচ থেকে সাতটা এন্টিবায়োটিক ইউজ করি।

প্রশ্নর্কতা:পাঁচ থেকে সাতটা। এটা কি কোন টাকা পয়সা নেওয়া হয় নাকি ফ্রি?

উত্তরদাতা:হাসপাতালে?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:না। আমরা হাসপাতালে যে সকল এনিমেল আমাদের কাছে নিয়ে আসে, আমরা এখানে তাদেরকে যে এন্টিবায়োটিকগুলো দিয়ে থাকি, এগুলো বিনামুল্যে দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:বিনামুল্যে। পাঁচ থেকে সাতটা। বাইর থেকে তো পয়সা দিয়ে কিনতে হয় তাদেরকে। আপনি কি আপনাদের এখানে কেমিক্যাল ওয়েষ্ট যেটা, এটা কিভাবে আপনারা ব্যবস্থা ম্যানেজ করেন? এনিমেলের যে ক্যামিকেলের ওয়েষ্ট অথবা ময়লা টা, বর্জ্য যেটা জমে এটাকে কিভাবে আপনারা অপসারন করেন?

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী।

উত্তরদাতা:এখানে হয়ছে কি আমাদের একজন মহিলা আছেন, উনি এখানে এগুলো

প্রশ্নর্কতা:উনি কি ক্লিনার বা লাইক দিজ

উত্তরদাতা:হ্যা। লাইক দিজ, তো সে এগুলা নিয়মিত পরিষ্কার করে আরকি। পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে যে, ঐদিকে কিছুটা ডাস্টবিন বা ম্যানিউরের মতো আছে, সে ঐখানে ফেলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা নিজেরা এরেঞ্জ করে নিছেন নাকি হচ্ছে যে, আলাদা মানে কোন ক্লিনিকের বর্জ্য নেওয়ার কোন গাড়ি বা কিছু আসে বা

উত্তরদাতা:না। এটা আমরা নিজেরা ম্যানেজ করে নিছি পারসোনালি।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে? গর্ত করে বা কোন একটা খালি জায়গায়? ডাম্পিংটা করেন

উত্তরদাতা:ডাম্পিংটা আমরা খালি জায়গায় করি। গর্ত আসলে স্পেসিফিক করা নাই।

প্রশ্নর্কতা:কোন ইনসিনেটর বা এই ধরনের পুরনো

উত্তরদাতা:এই ধরনের সুযোগ নাই।

প্রশ্নর্কতা তো মানে এন্টিবায়োটিক যে মানে আপনারা এই মেডিসিনটা যে পান, এটা আপনারা কিভাবে পান? যেমন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আপনারা কিভাবে মেডিসিনটা

উত্তরদাতা:এটা হচ্ছে আমাদের প্রানী সম্পদ অধিদপ্তরের ... ঢাকাতে আমাদের কেন্দ্রীয় ঔষধাগার আছে। সেখানে বাৎসরিকভাবে ঔষধ কেনা হয়। এবং কেনার পরে আমরা সেখান থেকেই ঔষধধের আগে থেকেই চাহিদা পাঠানো হয়। তো তারা চাহিদামতো তাদের যে বাজেট,দুইটার সমন্বয় করে তারা আমাদেরকে আমাদের যে জেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা আছেন, তার কাছে ঔষধগুলা আগে পাঠানো হয়। উনি এই ঔষধগুলো সমভাবে বিভিন্ন উপজেলাতে বন্টন করে পাঠান।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি প্রতি মাসে নাকি এনুয়ালি

উত্তরদাতা:এটা এনুয়ালি একবার হয়।

প্রশ্নর্কতা:তো এনুয়ালি একবার যখন পাচ্ছেন আপনি, বারো মাসে এটা কিভাবে ইউজ করতেছেন?

উত্তরদাতা:আচ্ছা। আমি যখন এনুয়ালি ঔষধগুলো পাচ্ছি তখন আমি এই ঔষধগুলোকে আনুমানিক বারোটা ভাগে ভাগ করি। ভাগ করে যে ঔষধগুলা আসে, আমি চেষ্টা করি যে, হয়তো আপনার ইকুয়ালি প্রতি মাসে এগুলাকে ইউজ করার জন্য। তো এটা ভেরি করে। দেখা গেল যে, হয়তোবা আপনার কিছু কিছু সময় আছে যখন ডিজিজ বেশী হয়। ডিজিজ পপুলেশন বেশী হয়। তখন হয়তোবা আমাকে বেশী ইউজ করতে হয়। আবার কোন কোন সময় কম হয়।

প্রশ্নর্কতা:এমনে সচরাচর কোন সিজনটাতে বেশী ডিজিজ হয় সাধারনত?

উত্তরদাতা:সচরাচর আপনার গ্রীষ্মকালে রোগ টোগ বেশী হয়।

প্রশ্নর্কতা:সামারে।

উত্তরদাতা:আবার এই সময়টাতে কিছু মেটাবলিক ডিজিজ আছে। শীতকালীন সময়। ৩১:৫৫-----ফিবার সহ কিছু ডিজিজ আছে। এগুলো এই সময়টাতে বেশী হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আরেকটু কষ্ট দিবো। আমার আলোচনা মোটাটমুটি শেষ হয়ে আসছে। সেটা হচ্ছে আপনার এখানে যে পাঁচ সাতটা এন্টিবায়োটিক বললেন, আমাকে কি একটু এন্টিবায়োটিকগুলো দেখানো যাবে? আমি এগুলার নামগুলা একটু লিখে নিবো। এবং কোনটা কোন জেনেরেশনের এবং কোনটা সচরাচর আপনি বেশী প্রেসক্রাইব করেন কোন ডিজিজের জন্য এটা আমি একটু জানবো। তো হাতের কাছে কি আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। দেখানো যাবে। আছে।

প্রশ্নর্কতা:কাইন্ডলি যদি একটু দেখান। আমি একটু লিখে নিই।

উত্তরদাতা:আচ্ছা। ঠিক আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এখানে চারটা এন্টিবায়োটিক আছে । এগুলা ছাড়া কি আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা:এইযে রেনামাইসিন

প্রশ্নর্কতা:রেনামাইসিনটা আছে। এটা হচ্ছে এম্পিসিলিন সোডিয়াম বিপি। আচ্ছা। তারপর হচ্ছে ট্রাইভেট সেফট্রাক্সন। ইউএসবি। তারপর হচ্ছে ভাইবিলিন ডিএস, এম্পিসিলিন। প্রোনাপেন ফোরটি লাখ। ওরে বাবা, এটার পাওয়ার তো অনেক বেশী। ে প্রোনাপেন ফোরটি লাখ।

উত্তরদাতা:এগুলা এরকমই হয়।

প্রশ্নর্কতা:তাই।

উত্তরদাতা:একেক এন্টিবায়োটিক পরিমাপের একেক ইয়া আছে। এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। ফোরটি থাউজ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। এজন্য। ফোরটিফাইড। পেনিসিলিন। আচ্ছা। এখানে তো চারটা পেলাম। এই চারটা ছাড়া আরেকটা বলতেছেন রেনামাইসিন। কোনটা কোন জেনেরেশন একটু টিক দিলে. ওয়ান টু থ্রি, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড জেনেরেশেনে আর পাশে কোন মেডিসিনটা কোন ডিজিজের জন্য, এটা একটু লিখে দিবেন। আর একটা কোনটা কোন ডিজিজের জন্য। ডিজিজের নামগুলা যদি একটু ৩৫:০০

উত্তরদাতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। ডিজিজ স্পেসিফিক করে দিবো নাকি ক্লিনিক্যাল সাইন যেগুলি, এগুলি দিবো।

প্রশ্নর্কতা:স্পেসিফিক হলে একটু সুবিধা। বার্ডের ক্ষেত্রে, এনিমেলের ক্ষেত্রে কোনটা কোন ডিজিজের জন্য। এফএনডি বা এই ধরনের । প্রথমটা তো মনে হয় পেনিসিলিন, না?

উত্তরদাতা:এম্পিসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:এম্পিসিলিন। আপনি কত দিন যাবত এ পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা: ছয় বছর যাবত।

প্রশ্নর্কতা: আপনার কি বিশেষ কোন প্রশিক্ষন আছে?

উত্তরদাতা: সরকারি তিন মাসের বেসিক ট্রেনিং ও ডিপারমেন্টাল প্রশিক্ষন আছে।

প্রশ্নর্কতা: আমরা একদম আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি শেষ করি তাহলে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার অনেক সময় আমাকে দিলেন। তো আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। এবং আপনাদের এখানে যারা আছে শুভকামনা থাকলো সবার প্রতি। তো ভালো থাকবেন। দোয়া করবেন আমার জন্য। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদের ভিজিট করার জন্য।

----------oooooooooooo----------